



শিশুদের পুষ্টিহীনতা
কমিয়ে আনার লক্ষ্যে
ইউনেস্কো গেনকি কর্মসূচি



মেধা বিকাশ
উদ্যোগ

মানবিক সাহায্য সংস্থা এমএসএস সংবাদ

সংখ্যা ২০ ডিসেম্বর ২০১৪

৩২৪৮ মিলিয়ন টাকা
ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের
মাঝে মোট ঋণ বিতরণ

১,৩৯,১৯৬ জন
সক্রিয় ঋণী সদস্য

৯৯.৪৬ %
ঋণ আদায়ের হার

শিক্ষা ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম:

এমএসএস ২০০৫ সাল থেকে
উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা
কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এই
কর্মসূচির উদ্দেশ্য কর্মজীবী যেসব
শিশুরা বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ
পায় না, তাদের লেখাপড়ার
সুযোগ করে দেওয়া। এছাড়া
বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে
অধ্যয়নরত মহিলা ঋণদান
কর্মসূচি (ডব্লিউসিপি) সদস্যদের
সন্তান যারা দরিদ্র ও মেধাবী,
তাদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৯ম সিটি ফাউন্ডেশন এওয়ার্ডঃ

বছরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে
মানবিক সাহায্য সংস্থা পুরস্কৃত



অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এম পি'র কাছ থেকে বছরের শ্রেষ্ঠ ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা-২০১৩
পুরস্কার গ্রহণ করেন এমএসএস এর পক্ষে নির্বাহী পরিচালক, এএনএম ইমাম হাসানাত।

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস), ৯ম সিটি ক্ষুদ্র
উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০১৩'র আওতায় 'বছরের শ্রেষ্ঠ
ক্ষুদ্রঋণ প্রদানকারী সংস্থা' হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।
সিটি ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে ১৪ জুন ২০১৪
তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে স্থানীয় সোনালগাঁও

হোটеле এই পুরস্কার প্রদান করেন অর্থ ও
পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব এম.এ. মান্নান, এমপি।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ
ব্যাংকের গভর্নর ডক্টর আতিউর রহমান।
মানবিক সাহায্য সংস্থা দরিদ্র নারী, পুরুষ ও



Manabik Shahajya
Sangstha (MSS)
মানবিক সাহায্য সংস্থা

উপদেষ্টা

এ এন এম ইমাম হাসানাত
মোঃ রেজাউল করিম

সম্পাদক

স্বপনা রেজা
মোদাঝের হোসেন শাহীন

মানবিক সাহায্য সংস্থা (এমএসএস)

এসইএল সেন্টার (৪র্থ তলা)

২৯, পশ্চিম পাছুপথ, ঢাকা-১২০৫

ফোনঃ +৮৮ ০২ ৯১২৫০৩৮, ৯১৪৩১০০

ফ্যাক্সঃ +৮৮ ০২ ৯১১৩০১৭

E-mail: manabik@bangla.net

Website: www.mssbd.org

শিশুদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে ১৯৭৪ সাল থেকে কাজ করে আসছে। এই ৪ দশকের পথ অতিক্রম বলে দেয় এ সংস্থার প্রাণশক্তি ও তার সফলতার বার্তা। সেইসাথে একটি মর্যাদাকর সম্মানে ভূষিত হতে পারাটাও একটি সংগঠনের দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতারই ইঙ্গিত বহন করে।

সংস্থা মনে করে যে, এ পুরস্কার মানবিক সাহায্য সংস্থার নির্বাহী ও সাধারণ পরিষদের সকল সম্মানিত সদস্যের সুচিন্তিত দিক নির্দেশনা, সংস্থার কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সকল দক্ষ কর্মী বাহিনীর নিরলস পরিশ্রম, সর্বোপরি লক্ষ্যভুক্ত সদস্যবৃন্দের মানবিক সাহায্য সংস্থার উপর আস্থা এবং সংস্থার মাধ্যমে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সন্তোষজনক সফলতার ফলশ্রুতি। মানবিক সাহায্য সংস্থার এই সফল পথচলার সরকার, দাতা সংগঠন ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের সহায়তা রয়েছে।

মোট ১৪টি জেলায় ৯৩ টি শাখার মাধ্যমে ৮৪৫ জন কর্মী এই দারিদ্র্য বিমোচন তথা দরিদ্র নারী, পুরুষ ও শিশুর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে। মানবিক সাহায্য সংস্থা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে একটি কার্যকরী ভূমিকা ইতোপূর্বে রেখেছে এবং ভবিষ্যতেও রাখতে চায় একটি সুন্দর, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেখবার প্রত্যাশায়।



মানবিক সাহায্য সংস্থা ও জাপানী কোম্পানী ইউগেনা লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে “ইউগেনা গেনকি কর্মসূচি” আওতায় কড়াইল বস্তিতে অবস্থিত এমএসএস এর উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের মাঝে বিস্কুট বিতরণ করেন এমএসএস এর পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), মোঃ রেজাউল করিম এবং ইউগেনার প্রতিনিধি ডঃ মোঃ আখেরুজ্জামান।

শিশুদের পুষ্টিহীনতা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে ইউগেনা গেনকি কর্মসূচি

বাংলাদেশের শিশুদের যে ব্যাপক পুষ্টিহীনতা, তা কমিয়ে আনার জন্য মানবিক সাহায্য সংস্থা ও জাপানী কোম্পানী ইউগেনা লিমিটেড এর যৌথ উদ্যোগে “ইউগেনা গেনকি কর্মসূচি” বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচির আওতায় মানবিক সাহায্য সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের প্রতিটি শিক্ষার্থী, তাদের ক্লাস চলাকালীন সময়ে ৫৯ ভিটামিনযুক্ত উচ্চমাত্রার ইউগেনা বিস্কুট গ্রহণ করে। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শুরু হওয়া এ কর্মসূচিটি এক বছরের জন্য বাস্তবায়িত হবে।

নগর দরিদ্র শিশুদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার

দরিদ্র পেশাজীবী অভিভাবক, যারা সকাল থেকে রাত অন্ধ নগরের বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কাজ করে নগরের চালিকাশক্তি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন, তাদের শিশু সন্তানদের সামাজিক নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, শিক্ষা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে মানবিক সাহায্য সংস্থা ১৯৯৬ সাল থেকে ডে-কেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে।



সেভ দ্য চিলড্রেন কার্যালয়ে ‘শিশুদের জন্য’ কর্মসূচির আওতায় সমন্বিত শিশু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ম্যাকক্সা এবং মানবিক সাহায্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, এএনএম ইমাম হাসানাত।

নগর দরিদ্র শিশুদের সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রম

সেভ দ্য চিলড্রেন এর আর্থিক সহায়তায় ‘শিশুদের জন্য’ প্রকল্পের আওতায় নগর দরিদ্র শিশুদের সমন্বিত উন্নয়নের কাজ করছে মানবিক সাহায্য সংস্থা। ঢাকার রায়েরবাজার বস্তিতে শূন্য থেকে উনিশ বছর বয়সী শিশুদের এই সমন্বিত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ গুলশানস্থ সেভ দ্য চিলড্রেন কার্যালয়ে পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষর করেন সেভ দ্য চিলড্রেন এর কান্ট্রি ডিরেক্টর মাইকেল ম্যাকক্সা এবং মানবিক সাহায্য সংস্থার নির্বাহী পরিচালক জনাব এএনএম ইমাম হাসানাত। উক্ত অনুষ্ঠানে দু’টি সংগঠনের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

মেধা বিকাশ উদ্যোগ : দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে

মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীদের শিক্ষা অব্যাহত রাখা ও সুসম্পন্ন করার জন্য ২০০৫ সাল থেকে মানবিক সাহায্য সংস্থা তার মেধা বিকাশ উদ্যোগের

**মেধা বিকাশ উদ্যোগ
২০০৫ সালে চালু করা
হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত
মোট ৫২৬ জন শিক্ষার্থীকে
৩,৪৬৮,০০০ টাকা বৃত্তি
দেয়া হয়েছে।**

আওতায় সংস্থার সদস্যের মেধাবী সন্তানদের বৃত্তি প্রদান করে আসছে।

২০১৪ অর্থবছরে মোট ১,১২৬,৮০০ টাকা ১২৮ জন মেধাবী দরিদ্র শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেয়া হয় যার মধ্যে ৫১ জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং ৭৭ জন মেয়ে শিক্ষার্থী। মানবিক সাহায্য সংস্থার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক

অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বৃত্তি প্রদান করা হয় যেখানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, জনাব মোঃ ফজলুল কাদের এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন পিকেএসএফ এর উপ-মহাব্যবস্থাপক, জনাব মোঃ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এমএসএস এর নির্বাহী পরিচালক, এএনএম ইমাম হাসানাত। এই উদ্যোগের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৫২৬ জন শিক্ষার্থীকে ৩,৪৬৮,০০০ টাকা বৃত্তি দেয়া হয়েছে।



মোঃ ফজলুল কাদের, ডিএমডি, পিকেএসএফ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মোঃ আব্দুল মতীন, ডিজিএম, পিকেএসএফ, এএনএম ইমাম হাসানাত, নির্বাহী পরিচালক, এমএসএস এবং মোঃ রেজাউল করিম, পরিচালক (অর্থ ও হিসাব), এমএসএস।

পিকেএসএফ এর উন্নয়ন মেলায় এমএসএস এর অংশগ্রহণ

মানবিক সাহায্য সংস্থা ২৬ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ কর্তৃক আয়োজিত উন্নয়ন মেলায় অংশগ্রহণ করে। এই মেলায় মানবিক সাহায্য সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ ভোগী এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি, দ্রব্যের প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণ লক্ষ্যে ২টি স্টল বরাদ্দ নেয়া হয়।

স্টলে মানবিক সাহায্য সংস্থার সদস্যদের তৈরিকৃত বিভিন্ন ধরনের পণ্য যেমন বেনারসী ও জামদানী শাড়ী, চামড়াজাত বিভিন্ন ধরনের পণ্য, পুথির ব্যাগ, গ্যাস বার্নার, পিতলের তৈরি জু, মোড়া, লুঙ্গি, সালোয়ার-কামিজ, পাঞ্জাবী, বিছানার চাদর, কাঁথা, নানান রকম খাবার ইত্যাদি প্রদর্শিত ও বিক্রয় করা হয়।

এছাড়া মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে সংস্থার কার্যক্রম সচিত্র তথ্য প্রচারের পাশাপাশি ব্রশিয়র এবং নিউজলেটার প্রদর্শন করা হয়। এই মেলায় মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কর্মরত উন্নয়ন সংগঠনের সাথে মানবিক

সাহায্য সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ ঘটে। মেলায় উৎপাদিত দ্রব্যের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ যেমন পরিলক্ষিত হয় তেমনি আশানুরূপ দ্রব্য বিক্রয় করা সম্ভব হয়।



পিকেএসএফ এর উন্নয়ন মেলায় এমএসএস এর স্টল।

‘জেগে উঠেছে প্রাণ’ মঞ্চায়ন করলো এমএসএস নাট্যদল

পিকেএসএফ উন্নয়ন মেলা-২০১৪ এর অংশ হিসেবে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এমএসএস কর্মী বাহিনী নিয়ে গঠিত এমএসএস নাট্যদল ‘জেগে উঠেছে প্রাণ’ নাটকটি মঞ্চায়ন করে। ২৭ অক্টোবর ২০১৪ তারিখ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এ নাটকটি মঞ্চস্থ হয়।

বস্তিবাসীর দৈনন্দিন জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ নাটকটিতে মৌলিক অধিকার হরণ, অন্যায়, স্থানীয় ক্ষমতা কাঠামোর ক্ষমতার চর্চা ও দৌরাভ্য এবং একে ঘিরে বস্তিবাসীর বাস্তবীন হয়ে উঠার গল্প তুলে ধরা হয়েছে। দেখানো হয়েছে বিভিন্ন মানবাধিকার ও উন্নয়ন সংগঠনের মাধ্যমে বিপন্ন এই জনগোষ্ঠীকে কিভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করে তাদের মৌলিক অধিকার আদায় ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করা যায়।

এমএসএস নাট্যদলে যারা অভিনয় করেছেন তারা হলেন, মোঃ সেলিম উদ্দীন, আসমা হুদা বাবলী, মোঃ রাশেদ সরকার, ফজলুল হক, ফেরদৌসী বেগম, আফরোজা সরকার, আমিরুল্লাহ ও বাদশাহ আলমগীর। ‘জেগে উঠেছে প্রাণ’ নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন স্বপ্না রেজা।



মানবিক সাহায্য সংস্থার নাট্যদল “জেগে উঠেছে প্রাণ” নাটকটি পিকেএসএফ এর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মঞ্চস্থ করে।

দুই জন সফল নারী উদ্যোক্তার গল্প

হনুফা দড়িকান্দি গ্রামের এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত

নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার দড়িকান্দি গ্রামের এক অতি দরিদ্র পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন হনুফা বেগম। দারিদ্রতার কারণে খুব অল্প বয়সেই তাঁত শ্রমিক গুরুতর আলীর সাথে বিয়ে হয় হনুফার। সংসারে দারিদ্রতা ও অভাব-অনটকে কাটিয়ে উঠার জন্য হনুফা একদিন তার স্বামীর সাথে মানবিক সাহায্য সংস্থার শাখা অফিসে যান এবং তার

এমএসএস থেকে
২৬,০০০ টাকা ঋণ নিয়ে
হনুফা তাঁত যন্ত্র ক্রয়
করেন এবং জামদানী শাড়ী
তৈরী করে স্থানীয় বাজারে
বিক্রয় করেন। প্রতি মাসে
হনুফা ৪০,০০০ টাকা আয়
করেন।

অস্বচ্ছলতার কথা খুলে বলেন।
এসময় এমএসএস তাকে
সদস্যভুক্ত করে ২৬,০০০ টাকা
ঋণ সহায়তা প্রদান করে।
ঋণের এ টাকা দিয়ে হনুফা তাঁত
যন্ত্র কেনেন এবং জামদানী শাড়ী
তৈরী করেন। হনুফা তার
কারখানায় তৈরী জামদানী শাড়ী
স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করেন
এবং প্রতি মাসে ৪০,০০০ টাকা
উপার্জন করেন। এভাবে হনুফা

দারিদ্রতাকে জয় করে আত্ম-নির্ভরশীলতা অর্জন করেন। দড়িকান্দি গ্রামের
অনেকেই হনুফাকে অনুসরণ করে এমএসএস থেকে ঋণ সহায়তা নিয়ে
হয়েছেন আত্মপ্রত্যয়ী ও স্বাবলম্বী।



হনুফা তাঁত কারখানায় জামদানী শাড়ী তৈরী করছেন।

কাঠবেলী চাষে মর্জিনার ভাগ্যোন্নয়ন

সাধারণ মানুষের দৃষ্টির অগোচরে, বন-জঙ্গল ও বোপ-ঝাড় জন্ম নেওয়া কাঠবেলী ফুলকে চাষের মাধ্যমে মর্জিনা নিয়ে গেছে বাণিজ্যিক পরিসরে এবং লালন করছে অন্যের সৌন্দর্যকে।

প্রথম দিকে মর্জিনা ও তার স্বামী নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার ভক্তবাড়ী গ্রামে একটি নার্সারীতে শ্রমিক হিসেবে ২ বছর কাজ করার পর নিজেদের দক্ষতা, শ্রম ও পরিবারের স্বচ্ছলতার কথা ভেবে ২০০৬ সালে নিজস্ব পুঁজি নিয়ে কাঠবেলী ফুলের চাষ করার জন্য ৭.৫ একর জমি চুক্তিভুক্তিতে লীজ নেয়।

নিজস্ব পুঁজিতে কাজ শুরু করলেও উদ্যোগটিকে সফল করে তোলার জন্য ২০০৯ সালে এমএসএস এর অফিসে যায় এবং সদস্য হয়ে এ পর্যন্ত ৭৫০,০০০ টাকা ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে।

মর্জিনা ফুলচাষে জৈব সার, যেমন, গোবর, খৈল ইত্যাদি ব্যবহার করে।

এমএসএস থেকে মর্জিনা
৭৫০,০০০ টাকা ঋণ
সহায়তা নেয়ার মাধ্যমে
জমিতে কাঠবেলী চাষ
শুরু করে এবং দুইবার
জাপানে রপ্তানি করতে
সক্ষম হয়। এখন তার
মোট সঞ্চয়ের পরিমাণ
৩০০,০০০ টাকা।

ফলে এটি একটি পরিবেশ বান্ধব
উদ্যোগ। কাঠবেলী ও কামিনী
ফুলের পাশাপাশি সে অন্যান্য
ফুল যেমন বেলা, আলমন্ডার
চাষও করে থাকে। মর্জিনা বছরে
৬ বার ফুলচাষ এবং বারো মাস
মালা গাঁথুনির কাজ করে।

মর্জিনা ৪৫ জন দরিদ্র মানুষকে
(৪২ জন নারী ও ৩ জন পুরুষ)
তার খামারে শ্রমিক হিসেবে
নিয়োজিত করার মাধ্যমে
কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে
সক্ষম হয়েছে।

ঢাকার শাহবাগে পাইকারী ফুলের



স্বামীসহ নিজের ফুল বাগানে গর্বিত মর্জিনা।

দোকানে সে ফুল সরবরাহ করে। এই ফুল ঢাকার বাইরে এবং প্রধানত
সিলেট, চিটাগাং ও নোয়াখালীতে পাঠানো হয়। যে সকল দেশে ফুলের
চাহিদা রয়েছে সে সকল দেশে ফুল রপ্তানি করে দেশে বৈদেশিক মুদ্রা
আনার সম্ভাবনা প্রচুর। চাহিদা মোতাবেক দুই বার জাপানে ৫০ লহর
ফুল পাঠাতে পেরেছে মর্জিনা।

ফুল চাষ করে মর্জিনা সম্পদ হিসেবে তিনটি গরু, ঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র
ক্রয় ও নিয়মিত সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে। যার বর্তমান মোট মূল্য
দাঁড়ায় ৩০০,০০০ টাকা। পরিশেষে, এই উদ্যোগের মাধ্যমে এলাকায়
মর্জিনার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। এখন সে এলাকায় যে কোন সমস্যা
সমাধানে মতামত এবং সিদ্ধান্ত দিতে পারে।

Manabik Shahajya Sangstha Newsletter

Issue No.20 December 2014

BDT 3248 million

Loan disbursed to
Microenterprise
borrowers

139,196

Number of active
borrowers

99.46%

Rate of Loan Recovery

Education & Scholarships:

MSS runs its Non-Formal Primary Education (NFPE) program to benefit the working children who are unable to attend regular schools. Free education materials and uniforms are provided to the children. Scholarships are awarded to encourage meritorious children of MSS-WCP members studying in different educational institutions.

9th Citi Microentrepreneurship Awards:

MSS - the best Microfinance Institution



A.N.Md. Emam Hasanath, Executive Director of MSS receiving the 9th Citi Micro entrepreneurship Awards as the best Microfinance institution 2013 from the State Minister for Finance and Planning, M.A. Mannan, MP.

MSS received the 9th Citi Micro-entrepreneurship Awards-2013 as the best "Microfinance Institution". This award was given to MSS by Citi Foundation on June 14, 2014. State Minister for Finance and Planning, M.A. Mannan gave the award to MSS

at a function held at the Sonargaon hotel in Dhaka. Dr. Atiur Rahman, Governor of Bangladesh Bank was also present at the award giving ceremony. MSS has been working since 1974 for the socio-economic development of the poor and marginalized people. MSS

Advisors:

A.N. Md. Emam Hasanath
Md. Rezaul Karim

Editors:

Swapna Reza
Modabber Hossain Shaheen

has passed the 40 years landmark creditably. Achieving 9th Citi Microentrepreneurship Awards signifies MSS's accountability and obligation to the community.

This is the result of the thoughtful, pragmatic and sound direction of Executive and General Committees and the confidence and trust of the beneficiaries on MSS and its committed staffs. Cooperation of government, donor agencies and other associate organizations are acknowledged towards the successful pathway of the organization.

MSS, through its integrated micro-credit program, has been working towards alleviating poverty of the rural and urban poor especially the women and children in 14 districts through its 93 branches engaging 845 staffs. MSS has been playing an effective role in poverty alleviation and wishes to continue its efforts vigorously for an enriched Bangladesh.

Daycare Centers for urban poor children

MSS has been running Daycare centers since 1996 targeting to provide social security, health, nutrition and basic educational services to the children of poor working mothers who are considered as the driving force of the city life as they are engaged in different socio-economic activities of the city.



Md. Rezaul Karim, Director (Finance & Accounts), MSS and Dr. Md. Akheruzzaman, Euglena representative in Bangladesh distribute high potency Euglena biscuits to the students of MSS-NFPE schools at Karail slum in Dhaka City.

Euglena Genki program for reducing child malnutrition

In order to reduce the prevalence of malnutrition of the children in Bangladesh, Euglena Company Limited of Japan in collaboration with MSS is implementing the "Euglena Genki" program. Under the program, every Non-Formal Primary Education student of MSS is receiving a packet of high potency Euglena biscuit containing 59 vitamins everyday which they consume during school hour. This one year program started in September, 2014 is being implemented in Karail and Mirpur slums under Dhaka city.



Michael McGrath, Country Director, Save the Children International and A.N.Md. Emam Hasanath, Executive Director of Manabik Shahajya Sangstha (MSS) signed partnership agreement to implement Integrated Child Development Project under "Shishuder Jonno" program at Save the Children Country Office, Dhaka.

Integrated Child Development Project for Urban Slum Children

MSS has been implementing an Integrated Child Development Project (ICDP) at Rayerbazar in Dhaka since October, 2014 supported by Save the Children under its "Shishuder Jonno" program. The project is being implemented for the holistic development of 0-19 year children in 130 slums within demarcated area at Rayerbazar in Dhaka North City. The goal of the project is children learn and develop to their full potential.

Medha Bikash Udyog:

Scholarships for children of WCP members

To continue and help pursue education, each year MSS provide scholarships to the poor but meritorious children of the members of its Women's Credit Program (WCP).

A total of 128 meritorious students were provided scholarships in 2014 of which 51 were boys and 77 were girls. In 2014 a total of Tk. 1,126,800 were provided to the scholarship awardees at MSS's head office.

In this award giving ceremony Md. Fazlul Kader, DMD of PKSF and Md. Abdul Matin, DGM of PKSF were present respectively as the chief and special guests. A. N. Md. Emam Hasanath, Executive Director of MSS chaired the program.

MSS introduced Medha Bikash Udyog in 2005. To date, a total of 526 students received Tk. 3,468,000 as scholarship.



Md. Fazlul Kader, DMD, PKSF distributes scholarships to the poor but meritorious students at MSS's head office. Md. Abdul Matin, DGM, PKSF, A.N.Md. Emam Hasanath, ED, MSS and Md. Rezaul Karim, Director (Finance & Accounts), MSS were also present at the function.

MSS participates in development fair of PKSF

As a part of Silver Jubilee celebration, Palli Karma-Sahayak Foundation (PKSF) arranged an Unnayan Mela (development fair) from October 26 to November 1, 2014 at Bangabandhu International Convention Center. MSS took two stalls to display, promote and sell micro enterprise products of its beneficiaries.

Benarasi and Zamdani sarees, leather products, glass-beads, gas burner, brass made screws, cane made stools, Lungi, Salwar-kamiz, Punjabi, bed sheets, kanthas and different types of foods were displayed in the stalls. To make publicity of MSS's activities a documentary, photographs, multimedia presentation, brochures and magazines were displayed at the fair.

This fair gave an opportunity to share the experiences and activities of MSS with other development organizations

across the country. The products of MSS's beneficiaries drew attention of the visitors with many purchasing the products of MSS beneficiaries at the fair.



MSS stall at the Unnayan Mela of PKSF.

MSS theater group stages "Jege Uthechhe Pran"

MSS theater group staged a drama "Jege Uthechhe Pran" in the cultural program of PKSF Development Fair on October 27, 2014.

The drama was based on the daily life of the slum dwellers. The slum dwellers are deprived of their basic rights and amenities. This drama focused on the violation of their rights, local power structure, their influence, slum eviction resulting in their homelessness etc.

Finally, the drama concludes showing how the NGOs stand beside the jeopardized slum dwellers undertaking various socio-economic development activities.

The drama was performed by MSS staffs. The performers were Md. Selim Uddin, Asma Huda Babli, Md. Rashed Sarker, Fazlul Haque, Fardushi Begum, Afroza Sarker, Amirunnesa and Badsha Alamgir. The drama was written and directed by Swapna Reza.



MSS theatre group performs "Jege Uthechhe Pran" at the cultural program of PKSF.

Tale of two successful entrepreneurs

Hanufa - a 'role model' of Dorikandi village

Born in a poor family in Dorikandi village under Rupganj upazilla of Narayanganj district, Hanufa Begum was married off to one Sukkur Ali who used to work in a handloom factory. As poverty gripped their family due to financial hardship, Hanufa was thinking of doing something to overcome this situation.

One day she along with her husband came to the local branch office of MSS and narrated their struggling life to the branch manager. After hearing everything the branch manager apprised them about the loan facilities of MSS.

Hanufa borrowed Tk. 26,000 after becoming a member of MSS. They bought a handloom and

started weaving Zamdani saree. Selling Zamdani saree at the local market they now fetch Tk. 40,000 per month. Hanufa's family now attained self-sufficiency. She became a role model for others. On the advice of Hanufa and with the loan support from MSS many people of Dorikandi village have become self-reliant now.

Hanufa took loan Tk. 26,000 from MSS, bought handloom, weaves Zamdani saree and sells at the local market. She earns Tk. 40,000 monthly.



Hanufa seen weaving Zamdani saree at her handloom factory.

Flower farm changes the fate of Marjina

Marjina has been producing Kath beli (Arabian Jasmine) commercially (a flower that grows unnoticed in bushes) and nurturing this tool of beauty to décor others.

Marjina and her husband worked in a nursery at Voktobari village under the upazilla of Rupganj, Narayanganj district as labourer. After working there for 2 years they realized that they could run a nursery independently based on their experience. As such they took lease 7.5 acres of land.

Though Marjina invested her own money primarily to start the initiative, she came to MSS in 2009 and took loan after she became a member of MSS. For this initiative she borrowed Tk. 750,000 till now from MSS. This is fully an eco-friendly initiative. Cow dung, oil etc

are used in cultivating Kathbeli. She also cultivates Kamini, Beli and Almonda. She cultivates flowers six times in a year.

Forty five workers are engaged in her farm. Among them 42 are female and 3 are male. Marjina's farm has been able to generate employment for 45 poor people.

Marjina took loan Tk. 750,000 from MSS, grows flowers in her farmland, exported flowers twice to Japan. Her regular savings now stands at Tk. 300,000.



Proud Marjina seen with her husband at her flower farm.

She supplies flower to wholesale flower shops at Shahbagh. These flowers are sent outside Dhaka, mainly to Sylhet, Chittagong and Noakhali. She sent 50 lohor (bunch of flowers) of flowers twice to Japan. It is thus possible to export flowers to various countries where there is a great demand of flowers.

From the earnings of this farm Marjina now owns three cows, a house, bought household furniture and was able to make regular savings worth Tk. 300,000. Finally, through this initiative Marjina's social standing has enhanced in her locality. She can now take part in her community decision making process and give her opinion. Her opinions are valued.